রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, আগস্ট ৭, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়**

**সেতু বিভাগ**

**প্রশাসন অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ১১ শ্রাবণ ১৪২৯/২৬ জুলাই ২০২২

**নং ৫০.০০.০০০০.০০০.২২.০০২.২০.১৭৫**—বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১১ তম বোর্ড সভায় "ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের পুনর্বাসন ভিলেজে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের অনুকূলে ফ্ল্যাট বরাদ্দ নীতিমালা" অনুমোদিত হয়েছে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**দুলাল চন্দ্র সূত্রধর**
উপসচিব।



**মূল্য :** টাকা ৮.০০

## ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প এর পুনর্বাসন ভিলেজে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের অনুকূলে ফ্ল্যাট বরাদ্দের নীতিমালা

**১।** বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) এর আওতায় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়। উক্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসনের জন্য উত্তরা মডেল টাউন (৩য় ফেজ) সংলগ্ন বড়কাঁকর, বাউনিয়া ও দ্বিগুণ মৌজায় অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে ব্লক-এ তে ৬টি বহুতল বিশিষ্ট ভবন (G+14) এ ১২৯৪ (এক হাজার দুইশত চুরানব্বই) বর্গফুট (পার্কিং বাদে লিফট, লবি ও সিঁড়ি সহ) এর ৬৭২টি এবং ব্লক-বি তে ৬টি বহুতল বিশিষ্ট ভবন (G+14) এ ১০৯০ (এক হাজার নব্বই) বর্গফুট (পার্কিং বাদে লিফট, লবি ও সিঁড়ি সহ) এর ৬৭২টি সহ সর্বমোট ১৩৪৪ (এক হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ) (৬৭২+৬৭২) টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ফ্ল্যাটসমূহ নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হ'ল।

### ২। পুনর্বাসন ভিলেজে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য যোগ্যতা

(১) কেবলমাত্র ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(২) যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সর্বনিম্ন ০.০৯ (দশমিক শূন্য নয়) শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ০.৪৯ (দশমিক চার নয়) শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তিনি ১০৯০ বর্গফুট আয়তনের ১টি ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য যোগ্য হবেন।

(৩) যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সর্বনিম্ন ০.৫০ (দশমিক পাঁচ শূন্য) শতাংশ বা তদূর্ধ্ব জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তিনি ১২৯৪ বর্গফুট আয়তনের ১টি ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য যোগ্য হবেন।

(৪) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের স্বামী/স্ত্রী বা অন্যান্য সদস্যগণ যদি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা হতে Cash Compensation under Law (সিসিএল) প্রাপ্ত হন, তা হলে প্রাপ্ত সিসিএল অনুযায়ী ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা হবে। তবে যৌথভাবে সিসিএল প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে মনোনীত ব্যক্তিকে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

(৫) ফ্ল্যাট বরাদ্দযোগ্য আবেদনকারী মৃত্যুবরণ করলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশের অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামার ভিত্তিতে যৌথ/একক নামে ফ্ল্যাট বরাদ্দ করা যাবে।

(৬) ফ্ল্যাট বরাদ্দের আবেদন ফরমে কোনো তথ্য গোপন করা হলে বা ভুল তথ্য প্রদান করা হলে উক্ত আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

### ৩। আবেদন দাখিল, যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন পদ্ধতি

(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফ্ল্যাট বরাদ্দের আবেদন আহ্বান করার পর নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক কিংবা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মনোনীত কর্মকর্তার নিকট প্রাপ্যতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট আয়তনের ফ্ল্যাটের জন্য আবেদন করতে হবে।

(২) আবেদনপত্র দাখিলের নির্ধারিত তারিখের পর যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা হতে সিসিএল পাবেন, তারা ফ্ল্যাট খালি থাকা সাপেক্ষে সিসিএল প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন। ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা সম্পন্ন হয়ে গেলে আর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

**৪। ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান, মূল্য পরিশোধ ও দখল হস্তান্তর**

(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ফ্ল্যাট বরাদ্দ তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অনুকূলে সাময়িকভাবে ফ্ল্যাট বরাদ্দের লক্ষ্যে টাকা জমা প্রদানের জন্য পত্র ইস্যু করা হবে।

(২) প্রাপ্যতা শ্রেণী অনুযায়ী এপার্টমেন্ট ওয়ারি ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য লটারীর মাধ্যমে তলা (ফ্লোর) ও ফ্ল্যাট নির্ধারণ করা হবে। তবে বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য নিকটাত্মীয়গণ একই আকারের ফ্ল্যাটের জন্য গুচ্ছভাবে ফ্ল্যাটের আবেদন করতে পারবেন এবং মাঠপর্যায় কমিটি তা বিবেচনা করতে পারবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত তালিকা অনুসারে ফ্ল্যাটের সাময়িক মূল্য পরিশোধ করতে হবে, এ মূল্য পরবর্তীতে হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে।

(ক) ফ্ল্যাটের আয়তন ১২৯৪ বর্গফুট

(১) পার্কিং ছাড়া (৩৬০ টি ফ্ল্যাট) - ৫১,১৪,০০০ টাকা (একান্ন লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা)

(২) পার্কিংসহ (৩১২ টি ফ্ল্যাট) - ৫৪,১৪,০০০ টাকা (চুয়ান্ন লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা)

(খ) ফ্ল্যাটের আয়তন ১০৯০ বর্গফুট

(১) পার্কিং ছাড়া (৩৮১ টি ফ্ল্যাট) - ৪০,৪৪,০০০ টাকা (চল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা)

(২) পার্কিংসহ (২৯১ টি ফ্ল্যাট) - ৪৩,৪৪,০০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা)

(৪) আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সঙ্গে জামানত হিসাবে ১ (এক) লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে হবে, যা পরবর্তীতে মোট মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

(৫) অবশিষ্ট টাকার ৩০% বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

(৬) অবশিষ্ট ৭০% টাকা ২০% হারে দুই কিস্তিতে এবং ৩০% হারে এক কিস্তিতে ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ মোট ১৮ (আঠার) মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

(৭) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রতি কিস্তির উপর ৫% হারে বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে।

(৮) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় অর্থ পরিশোধ না করলে বরাদ্দ বাতিল করা হবে এবং জামানত ব্যতীত পরিশোধিত অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে।

(৯) সকল অর্থ পে-অর্ডারের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবের অনুকূলে পরিশোধ করতে হবে।

(১০) সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), ডিইইপি কর্তৃক ফ্ল্যাটের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে।

(১১) ফ্ল্যাটের সাময়িক বরাদ্দ প্রাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধিত হলে ফ্ল্যাটের মূল্যের ৫% অর্থ রিবেট প্রাপ্য হবেন।

(১২) কোন বরাদ্দগ্রহীতা ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ মূল্য এককালীন বা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পরিশোধ করলে মূল্য পরিশোধের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত ফ্ল্যাটের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে।

(১৩) বরাদ্দগ্রহীতাকে ফ্ল্যাটের মূল্যের অতিরিক্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রযোজ্য সার্ভিস চার্জ বা ইউটিলিটি ফি পরিশোধ করতে হবে।

(১৪) যদি পার্কিং এর জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হয় তবে লটারীর মাধ্যমে পাকিং নির্ধারণ করা হবে।

**৫। ইজারা দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রেশন**

(১) ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে ফ্ল্যাটের দখল গ্রহণের তারিখ হতে ১ (এক) বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে বসবাসের পর ৯৯ (নিরানব্বই) বছরের জন্য হিস্যা মোতাবেক জমিসহ ফ্ল্যাটের ইজারা দলিল (Lease Deed) সম্পাদন/রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে ইজারা দলিল সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(২) ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকেই ইজারা দলিল রেজিস্ট্রিকরণ সংক্রান্ত সমূদয় ফি/খরচ বহন করতে হবে।

(৩) ইজারা দলিল প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ফ্ল্যাটের দখল প্রাপ্তির তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত (প্রচলিত আইন অনুযায়ী ওয়ারিশ বাদে) ফ্ল্যাটের মালিকানা অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না। ওয়ারিশ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করলে প্রতিবার হস্তান্তরের সময় ইজারা দলিলে উল্লিখিত মূল্যের উপর ১০% ফি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমা প্রদান করে হস্তান্তর করতে পারবে।

(৪) সকল ক্ষেত্রেই মালিকানা হস্তান্তরের পূর্বে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ ও সময়ে সময়ে নির্ধারিত হস্তান্তর ফি পরিশোধ করতে হবে।

**৬। বিবিধ**

(১) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা ফ্ল্যাট গ্রহীতাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

(২) বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাট শুধুমাত্র আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হবে। আবাসিক কাজ ব্যতিত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করলে তার বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৩) এ নীতিমালা কার্যকর করা বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের অস্পষ্টতা, জটিলতা বা সমস্যার উদ্ভব হলে সে বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এর সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৪) কোন বরাদ্দ গ্রহীতার কার্যকলাপ ও আচার আচরণ পুনর্বাসন ভিলেজের মান মর্যাদা ও শৃঙ্খলার জন্য হানিকর মর্মে প্রতীয়মান হলে অন্যান্য বরাদ্দগ্রহীতাদের স্বার্থে উক্ত ব্যক্তির বরাদ্দ ও লীজ বাতিল করার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মো. মনজুর হোসেন**
সচিব
সেতু বিভাগ।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd